রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৬, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.১৫৩–পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (সিরডাপ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'আজিজুল হক পল্লী উন্নয়ন পদক ২০২১'-এ ভূষিত করে।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'আজিজুল হক পল্লী উন্নয়ন পদক ২০২১'-এ ভূষিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩০ মে ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ৩০ মে ২০২২

পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'আজিজুল হক পল্লী উন্নয়ন পদক ২০২১'-এ ভূষিত করে সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (সিরডাপ)। গত ২৯ মে ২০২২ তারিখে গণভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সিরডাপের মহাপরিচালক ড. চেরদসাক ভিরাপা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে পুরস্কারটি হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, এশিয়া ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ এশিয়া ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের মোট ১৫টি রাষ্ট্র নিয়ে সিরডাপ গঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের শুরু থেকেই তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে সম্পৃক্ত করে অর্থাৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। গ্রামের মানুষকে স্বাবলম্বী করতে তাঁর সরকার 'একটি বাড়ি একটি খামার'-এর নাম পরিবর্তন করে 'আমার বাড়ি আমার খামার' নামে প্রকল্প এবং প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেন। তাঁর সরকার শিক্ষার জন্য প্রতি দুই কিলোমিটারের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ের মায়েরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠান বিধায় মায়েদের নামে বৃত্তি চালু করেছেন। সরকারের এরূপ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের ফলে প্রান্তিক পর্যায়ে আজ শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ে প্রায় শতভাগ মানুষকে সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে সরকার। মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতে সরকার স্বাস্থ্য-শিক্ষা, বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বিনা খরচে ঘর প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় মানুষকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে; এর মধ্যে বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা চালুর মাধ্যমে মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান উল্লেখযোগ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' কর্মসূচির আওতায় দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। একইসঙ্গে পল্লী অঞ্চলে ঘরে ঘরে ডিজিটাল প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি গত এক দশকের বেশি সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বেশকিছু যুগান্তকারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। দেশের সকল ইউনিয়নসহ দ্বীপাঞ্চল, হাওর ও দুর্গম এলাকায় ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

তাঁর সরকারের বিভিন্ন সময়োপযোগী কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি-সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, ফলে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা এখন দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশের সার্বিক প্রাগ্রসরতার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অবদান আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। দেশের চলমান অগ্রগতি ও সাফল্যের ফলস্বরূপ উন্নয়নের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের সক্ষমতা অর্জন করে চলেছে। এর ফলে, বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে স্বীকৃত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, যুগোপযোগী উন্নয়ন দর্শন বিশেষ করে মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্র সমুন্নত রাখা এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক/পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

মন্ত্রিসভা মনে করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আজিজুল হক পল্লী উন্নয়ন পদক ২০২১'-এ ভূষিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd